ইউসুফের ব্যবহৃত জামা প্রেরণ

ভাইদেরকে মাফ করে দেওয়ার পর ইউসুফ তাঁর ব্যবহৃত জামাটি বড় ভাইদের হাতে দিয়ে বললেন, এই জামাটি নিয়ে পিতার চেহারার উপরে রেখো। তাতেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। অতঃপর তাঁকে সহ তোমাদের সকলের পরিবারবর্গকে নিয়ে এখানে চলে এসো। একটি বর্ণনায় এসেছে যে, এই সময় ইয়াহূদা বলেছিল, বড় ভাই হিসাবে পিতা

সেদিন আমার হাতেই তোমাকে সোপর্দ করেছিলেন। কিন্তু আমি ভাইদের চাপের মুখে তোমার জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে পিতাকে দেখিয়েছিলাম। আজ আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তোমার এ জামাটি আমিই স্বহস্তে পিতার মুখের উপরে রাখব। এর বিনিময়ে তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করে দেন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এই বড় ভাই-ই সে সময় তিনদিন ধরে গোপনে ইউসুফকে কূয়ায় দেখাশুনা

করতেন। এরই পরামর্শে ভাইয়েরা তাকে হত্যা করেনি। বেনিয়ামীনকে হারিয়ে মনের দুঃখে এই বড় ভাই-ই মিসর থেকে আর কেন‘আনে ফিরে যায়নি। তাই আজকে ইউসুফকে ফিরে পাওয়ার সুসংবাদ এবং তার জামা নিয়ে পিতার চেহারার উপরে রাখার এ মহান দায়িত্ব পালনের অধিকার স্বভাবতঃ তার উপরেই বর্তায়। অতঃপর ইউসুফের জামা নিয়ে ভাইদের কাফেলা মিসর ত্যাগ করে

কেন‘আনের পথে রওয়ানা হ’ল। ওদিকে আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থাপনায় প্রায় ২৫০ মাইল দূরে ইয়াকূবের নিকটে উক্ত জামার গন্ধ পৌঁছে গেল। তিনি আনন্দের আতিশয্যে সবাইকে বলে ফেললেন যে, إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ওগো তোমরা শুনো! আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি’ *(১২/৯৪)*। নিঃসন্দেহে এটি ছিল মু‘জেযা, যা আল্লাহ যথাসময়ে ইয়াকূবকে প্রদর্শন করেছেন। কেননা মু‘জেযা নবীগণের ইচ্ছাধীন নয়।

এটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি সময় ও প্রয়োজন মাফিক নবীগণের মাধ্যমে তা প্রদর্শন করে থাকেন। যদি এটা নবীগণের ইচ্ছাধীন হ'ত, তাহ'লে বাড়ীর অদূরে জঙ্গলের এক পরিত্যক্ত কূয়ায় ইউসুফ তিনদিন পড়ে রইলেন, তার রক্তমাখা জামা পিতার কাছে দেওয়া হ'ল তখন তো তিনি ইউসুফের খবর জানতে পারেননি। তাই নবীদের মু'জেযা হৌক বা দ্বীনদার মুমিনদের কারামত হৌক, কোনটাই

ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছাধীন।